R. N. No 2532/57

Regd. No. C 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট * ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা স্থলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
৩০শে মে, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

‘কাজ দিন, নইলে ছাঁটাই অনিবার্য্য’

মহকুমা-শাসকের কাছে তারাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আরজি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে মে—তারাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গতকাল মহকুমা-শাসককে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, অবিলম্বে কাজ দিন, তা না হলে এই কোম্পানীতে নিযুক্ত ১২০০ শ্রমিকের কাজ চলে যাবে। ঐ সকল শ্রমিকের স্বার্থে পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে ফরাক্কা ব্যারেজের অধীনে ‘লক ক্যানেল’ এর কাজ মঞ্জুর করার জন্য চাপ সৃষ্টি করার কথাও ঐ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি আমাদের পত্রিকা দপ্তরে এসে পৌঁছেছে।

ঐ চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে যে, নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজের অন্তর্গত ফিডার ক্যানেলের কাজ এই কোম্পানী বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করেছে। শ্রমিকের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, এই কোম্পানীতে নিযুক্ত ১২০০ শ্রমিকের মধ্যে ৪৫ ভাগ স্থানীয় লোক নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ৮ জন শ্রমিকের জীবনহানি ঘটেছে ও ৭/৮ জন শ্রমিক অকর্মন্য হয়ে পড়েছেন। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চুক্তি অনুযায়ী বিকল্প কোন কাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত দৈনিক মজুরীর ২৭৮ জন শ্রমিককে আগামী ১লা জুন এবং বাকী সকলকে আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসে ছাঁটাই করতে বাধ্য হতে হবে। ফিডার ক্যানেলের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প কাজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ইতিপূর্বে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদেরকে চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কোন উত্তর এখনও তাঁরা পাননি।

পরিশেষে কোম্পানীতে নিযুক্ত ১২০০ শ্রমিকের পরিবারের স্বার্থ রক্ষার্থে তারাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানীর অনুকূলে ‘লক ক্যানেল’ মঞ্জুরের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চাপ সৃষ্টির জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

— —

শল্য চিকিৎসকের অভাবে বহু যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে

ধুলিয়ান, ২৬শে মে—এখানকার সবেধন নীলমণি বহু পুরনো একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে শল্য চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসাকার্য্যের প্রয়োজনীয় মূল্যবান অনেক যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই চিকিৎসালয়ে অবশ্য একজন প্রবীণ এল, এম, এফ চিকিৎসক এবং একজন ফার্মাসিষ্ট আছেন। তাঁরা এই যন্ত্রপাতিগুলির ব্যবহার না জানার ফলে ঐগুলি নষ্ট হতে চলেছে। এই চিকিৎসালয়ে অবিলম্বে একজন এম, বি, বি, এস চিকিৎসক নিয়োগ করে মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলিকে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

——

সিমেণ্টের ঢালাও চোরাই ব্যবসা চলছে— অথচ কর্ত্তৃপক্ষ নীরব!

বাহাগলপুর, ২৫শে মে—সম্প্রতি সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজনে জনসাধারণকে পারমিটে সিমেণ্ট দেওয়া কিছু দিনের জন্য স্থগিত রেখেছেন। কিন্তু ফরাক্কা ব্যারেজ ফিডার ক্যানেলের বাঁধ নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত জনৈক কন্ট্রাক্টর যেভাবে সিমেণ্টের চোরাই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে কি সরকারের উদ্দেশ্য সফল হবে?

প্রকাশ, উক্ত কন্ট্রাক্টর এতদঞ্চলের বাউড়ীপুনী, দোগাছি প্রভৃতি গ্রামের লোকেদের কাছে বস্তা পিছু ১৪ থেকে ১৬ টাকা দরে কালো বাজারে প্রচুর সিমেণ্ট বিক্রী করছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সিমেণ্ট পাচার বন্ধ হয়নি। বেপরোয়া সিমেণ্ট পাচারের ফলে বাঁধ নির্ম্মাণ কাজে যথেষ্ট গাফিলতি ও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে গ্রামবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী।

ঘাট ইজারাদারের জুলুমবাজী

জঙ্গিপুর, ১৫ই মে—কানুপুর-গুজিরপুর ফেরীঘাটের ইজারাদার ব্যাপকভাবে যাত্রীসাধারণ এবং রিক্সা প্যাডলারদের উপর জুলুমবাজি চালাচ্ছে। স্থানীয় এস, এল, আর, ও এই ঘাটের ইজারা বন্দোবস্ত দেন এবং তাঁর অফিসের তালিকায় যাত্রীভাড়া তিন পয়সা এবং রিক্সার কোনরকম ভাড়ার কথা উল্লিখিত না থাকা সত্ত্বেও উক্ত ইজারাদার যাত্রী ভাড়া পাঁচ পয়সা এবং রিক্সা ভাড়া এক টাকা করে আদায় করছে। অথচ পাশেই পৌরসভার ঘাটে রিক্সা পিছু ষাট পয়সা নেওয়া হচ্ছে। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ রিক্সা প্যাডলার্স ইউনিয়ন এ ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করে কোন ফল পাননি। ইজারাদারের জুলুমবাজি সমানে চলছে।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা দ্রুতগতিতে বাড়ছে

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে মে—পাথর বোঝাই ট্রাকের বেপরোয়া চলাচলের ফলে ৩৪নং জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা বাড়ছে। সম্প্রতি রাত্রে ধুলিয়ান ডাকবাংলার মোড়ে ষ্টেট বাস এবং পাথর বোঝাই একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৯ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক। গত ২৬শে মে বেনিয়াগ্রাম সন্তোষ টকীজের অপারেটর শঙ্করকুমার সাহা সাইকেলে যাবার সময় ফরাক্কা জেসপ্ কোম্পানীর কাছে জীপের ধাক্কায় জখম হন। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় মালদহ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। পরদিন তিনি মারা যান। গত ২৭শে মে, মিঞাপুরের কাছে অপর একজন সাইকেলারোহী যুবক পাথর বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে জখম হয়। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। ঐ দিন বহরমপুরে সকাল পাঁচটা নাগাদ বহরমপুর-কৃষ্ণনগর রুটের ‘সর্ব্বাণী’ নামে বাস একটি দোকানে ঢুকে গেলে ঘুমন্ত অবস্থায় একজনের মৃত্যু ঘটে। গত ১৫ই মে, সাগরদীঘি থানার অনুপপুরে জাতীয় সড়কে কর্ম্মরত একজন কুলী মালবোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকে চাপা পড়ে মারা যায়। সম্প্রতি ধুলিয়ান ডাকবাংলার মোড়ে চলন্ত ট্রাক থেকে পড়ে আরও একজন কুলী মারা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ বাংলার তাঁতশিল্প মার খাইবে কেন ? ॥

সারা পশ্চিমবঙ্গের তাঁতকেন্দ্রসমূহ আজ নীরব। আমরা পূর্বে তাঁতীদের সঙ্কটের কথা লিখিয়াছিলাম। আজ তাঁত শিল্পের এই বিপর্যয় সুতা-সঙ্কটে—বাংলার চাহিদা অনুযায়ী সুতার যোগান অভাবে, চাহিদার ২৫% এর কম বরাদ্দ সুতা বণ্টনের ছিনিমিনি খেলায় এবং সর্বোপরি রাজ্য সরকারের দাবীর প্রতি কেন্দ্রীয় ঔদাসীন্যে।

বাংলার তাঁতীরা আজ উপবাস করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠ গ্রন্থে দুর্ভিক্ষের করাল-কবলে পতিত তাঁতীদের তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে ক্রন্দন করার চিত্র আঁকিয়াছেন। সেখানে ক্রেতা ছিল না, উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। সে দুর্ভিক্ষ ইংরাজ শাসকের শোষণ কল্যাণে। আজ পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। উৎপন্ন দ্রব্য নাই, উৎপাদনের উপায় নাই, ক্রেতা আছে। বাংলার তাঁতীদের আজ ভিক্ষা ও উপবাস কেন্দ্রীয় স্বদেশী শাসকদলের নিরাসক্ত মনোভাবে।

একেই ত লুধিয়ানা, শোলাপুর, আহমেদাবাদ, কাঞ্জীভরণ, কটকী বস্ত্রসম্ভার শান্তিপুরী তাঁতবস্ত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় আনিয়াছে; তবু ভাগ্যের সহিত লড়িয়া যে শান্তিপুর তাঁতবস্ত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি আনিয়াছিল, সেই তাঁতীদের হাতে আজ মাকুর বদলে টেষ্ট রিলিফের কোদাল—দুই টাকার দিন মজুরী! খানদানী বস্ত্র ছাড়াও বাংলার তাঁতীরা মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-দরিদ্রের জন্য ৪০ হইতে ৬০ এর সুতায় 'অঞ্জলি,' 'শোভারাণী' প্রভৃতি নানা মার্কার যে সব কম দামী শাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী করিতেন, এখন তাহা বন্ধ। অল্প পয়সার মানুষ আজ কী করিবেন ?

রাজ্য কংগ্রেসী কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীজয়নাল আবেদিন ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সুতার যোগানে কেন্দ্র রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন না। বাংলার প্রয়োজনীয় সুতার চাহিদা কেন্দ্র মিটাইতে পারিবেন কিনা তাহার জবাব পুনঃ পুনঃ তাগিদেও রাজ্য সরকার পান নাই। শুনা যাইতেছে, এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের কথা যাহা অধিকাংশ সঙ্কটে মোকাবিলার সামর্থ্য-হীনতা ঢাকিবার 'আই ওয়াশ্'। অতি সামান্য সুতা পাওয়া গেলেও মরুতৃষায় ঝিনুকজল মাত্র। রাজ্য হইতে 'আমাদের বাঁচান' বিপদবার্তা দিল্লীর মানুষকে ভাবের ফানুস করিয়াছে।

এই মওকায় বাংলার বাজারে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার সদিচ্ছা বহন করিতে, 'বঙ্গাল্ ভেইয়োঁ কো প্যার্' করিতে অন্ধ্র-তামিলনাদ-ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যসমূহের তাঁত আরও সক্রিয় হইয়া বাংলার বাজার লুটিতেছে; এই রাজ্যে বিভিন্ন কাপড়ের দামও হু হু করিয়া বাড়িতেছে। আখের গুছাইবেন অবাঙ্গালী শিল্পপতিরা, আর কত কত সব মহান্-জনেরা, কেন না বাংলার তাতে ধুলা জমিয়াছে, লক্ষ নূতন বেকারের দীর্ঘশ্বাস শুনা যাইতেছে। বাংলার তাঁত শিল্পের মৃত্যুঘণ্টা বাজাইয়া দেওয়া হইল। বাংলার এই আশু প্রয়োজনের দিক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য, নিষ্ক্রিয়তা ও অনীহা যাহাই হউক, রাজ্য সরকারকে তৎপর হইবার অনুরোধ করিতেছি।

॥ নিটোল ব্যক্তিত্ব গঠনের ফরমূলা ॥

রাঁধিয়া খাওয়াইয়া পরিতৃপ্তিলাভ এদেশীয় নারীর এক সহজাত প্রবৃত্তিবিশেষ। আমাদের সমাজে রন্ধনশালায় তাই নারীর একাধিপত্য। কি কি রান্না হইবে, একই উপাদানকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করিয়া আরও দুটি বেশী ভাত খাওয়াইতে এ দেশের মেয়েদের জুড়ি দেখি না। এমনও হয় যে, কোন একটি রান্না যেহেতু সকলের ভাল লাগিয়াছে, তাই তাহা নিজের জন্য না রাখিয়াও আমাদের মা-দিদি-মাসী-পিসীর দল নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে সিদ্ধহস্তা। ইহাই এই দেশের মেয়েদের একটি বিশেষ ধর্ম।

সাম্প্রতিক খবর: জনৈকা শ্রীমতী পুষ্পা জাদা চর্বিহীন খাদ্য রান্নার পরামর্শ দিয়াছেন। কিছুদিন আগে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে তিনি বলেন যে, চর্বিহীন খাবার মানুষের নিটোল ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলে। চর্বি বাদ দিয়া রান্না মুখরোচক করা যাইবে কিনা বা চর্বিবিহীন খাদ্য রসনাকে তৃপ্তি দিতে পারিবে কিনা সে তর্কে যাইতে চাহি না। ব্যক্তিত্ব-গঠনে চর্বির প্রতিকূল ভূমিকা আছে, ইহাই ভাবনার কারণ।

অবশ্য দুর্বল ব্যক্তিত্বের স্বামী কোন নারীরই কাম্য নয়। সুতরাং স্বামীর বা পুত্র-কন্যাদের ব্যক্তিত্বগঠনে শ্রীমতী পুষ্পা জাদার পন্থা অনুসরণে কিছু ঝুঁকি থাকিবার কথা মনে করি। চর্বি দেহের উত্তাপ আনে বা তাপসাম্য বজায় রাখে বলিয়া জানি, মনের উত্তাপ বাড়ায় কিনা জানা নাই। শ্রীমতী জাদার তথ্য অশ্রুতপূর্ব। তবে নিটোল ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে তাবৎ জলসিদ্ধ ব্যঞ্জনে একদিকে গৃহিণী, অন্যদিকে স্বামী-পুত্র-কন্যা—এই দুই শিবিরের মোকাবিলা যদি আরম্ভ হয়, তবে সেই বিপর্যয়ের দিন বিলম্বিত হউক।

গত সপ্তাহে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ প্রকাশিত পত্র-প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি পত্র আমাদের দপ্তরে এসেছে। স্থানাভাবে সেগুলো বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। —সঃ জঃ সঃ

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পাবলিক নিয়ে কাজ

রঘুনাথগঞ্জস্থিত মহকুমার 'সব্‌সে বড়া' হাস-পাতাল। অপরিচ্ছন্নতার কথা ছেড়ে দিন। কারণ হাসপাতাল কর্ম্মচারীদের ভাষায় 'পাবলিক নিয়ে যেখানে কাজ করতে হয় সেখানে অমন একটু আধটু ইয়ে থাকে।" এই "একটু আধটু" কথাটাকে ধরেই বলি। এই সেদিন একটা জরুরী কেসের রোগী নিয়ে গেলাম হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে। রোগীটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। প্যান্ট পরা বাবু দেখলে রোগী ভর্ত্তি হয় তাড়াতাড়ি, 'বড় মাথার' সুপারিশ থাকলে তো কথাই নেই। রোগী ভর্ত্তি হল। দু'বোতল স্যালাইন ইন্স হল দেখে ধাতস্থ হলাম। পরের দিন সকালে গিয়ে শুনলাম রাত্রি ২-৩০টা নাগাদ প্রথম বোতল স্যালাইন দেবার পর রোগীর আর স্যালাইন প্রয়োজন হয়নি। ভাবলাম আমার রোগীর অবস্থা নিশ্চয় ভাল। তখন ঘড়িতে ৮-৫৫ বাজে। ডাক্তারবাবুরা আসেননি। রাউণ্ডের সময় সকাল ৮ টাতে থাকলেও সে দিন রবিবার যে রোগীটির আশু ব্যবস্থার জন্য নার্সদের সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও কিছুক্ষণ বাদে তাঁরা এলেন। উত্তর পেলাম ডাক্তারবাবু আসলে ব্যবস্থা হবে। একটু চাপ সৃষ্টি করাতে সঙ্গে সঙ্গে কলবুক পাঠান হল। ডাক্তার-বাবু এলেন। নার্সদের কাছে কি শুনলেন জানি না। আমাকে দেখেই উষ্মার সাথে জিজ্ঞেস করলেন "কি, ব্যাপারটা কি, রোগী কে হয় আপনার ?" ভদ্রভাবে উত্তর দিলাম "কেউ হয় না; আমি এমনি দেখতে এসেছি।" রোগী মাটি থেকে সীটে উঠল। তিনজন নার্স পরিবৃত হয়ে ডাক্তারবাবু তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন। আমার রোগীটি ভাগ্যবান। পরীক্ষাপর্ব শেষ হলে ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, "এক্ষুনি বহরমপুর সদর হাসপাতালে রোগীকে পাঠাতে হবে। তাড়াতাড়ি অপারেশন প্রয়োজন।" রোগীকে বহরমপুর পাঠাবার ব্যবস্থা হল। অনেক ভাবলাম। প্রথম বোতল স্যালাইন শেষ হয়ে যাবার পর যার আর স্যালাইনের প্রয়োজন হল না। যাকে কর্তব্যরত নার্সরা স্বাভাবিক মনে করে নিয়ে সারা রাতের মধ্যে একবারও এমন কি আমার চাপ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ডাক্তারবাবুকে কল্ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি, সেটা কেমন করে হঠাৎ অতি জরুরী হয়ে উঠল। সকাল ৮ টাতে ডাক্তারবাবুকে আশা করে কেন তাঁকে ৯ টার সময় পেলাম। "পাবলিক নিয়ে কাজ করতে গেলে একটু আধটু অমন হয়ে থাকে" - তাই কি ?

—অরুণ মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

নিমতিতা ষ্টেশন

গত ২৫শে ডিসেম্বর রেলওয়ে ইন্সপেক্টর আসিয়া মনোনীত ষ্টেশনের সম্মুখস্থ স্থান চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন ও অতি শীঘ্র ইহার কার্য্য আরম্ভ করিবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। সজনীপাড়া ষ্টেশনের অধিকাংশ যাত্রীই উক্ত অঞ্চলের। ষ্টেশটির কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ হইলে সাধারণের দুঃখ ঘুচিবে। আমরা ত বহুদিন হইতেই গোঁফে তেল দিয়া বসিয়া রহিয়াছি।

জঙ্গিপুর সংবাদ, ১৯।১।১৩২৯ ইং ৩।১।১৯২৩

মুর্শিদাবাদ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ টেকনোলজী

পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ)

১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ (এল. এম. ই., এল. ই. ই. ও এল. সি. ই.) তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের অফিস হইতে যে কোন কার্য্যের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত নগদ ৫০ পয়সা প্রদানে অথবা নিজস্ব ঠিকানা সম্বলিত ৩৫ পয়সার ডাক টিকিট সহ ২২৫ মিঃ মিঃ × ১০০ মিঃ মিঃ মাপের খামের সহিত ৫০ পয়সা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে দরখাস্ত ফরম ও প্রস্‌পেক্টাস্‌ পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরম যথাযথ পূরণান্তে প্রিন্সিপ্যাল, এম. আই. টি., বহরমপুরকে প্রাপক করিয়া দুই টাকা মূল্যের ক্রস্‌ড্‌ পোষ্টাল অর্ডার ৯ই জুলাই, ১৯৭৩ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে অবশ্যই পৌছান চাই।

১লা জানুয়ারী ১৯৭৩ তারিখে প্রার্থীর বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। (তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা তিন বৎসর শিথিলযোগ্য)।

লিখিত ভর্ত্তির পরীক্ষা/নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে সাক্ষাৎকার অথবা উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে। উক্ত লিখিত পরীক্ষা অনুমোদিত কোন বিদ্যায়তন হইতে স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত। যে প্রার্থী গত স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় বসিয়াছে এবং উত্তীর্ণ হওয়ার আশা রাখে সেও নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদন-পত্রে দরখাস্ত করিতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে মার্কসিটের নকল পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রাবাসে আসন পাওয়া যাইবে।

॥ প্রিন্সিপ্যাল ॥

টেণ্ডার নোটীশ

মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক মুর্শিদাবাদ ১৯৭২ ৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সালে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে কর্ম্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন পোশাক সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডারের বিশদ বিবরণ বেলা ১১টা হইতে ২টায় অফিসের যে কোন দিন ৫/৬/৭৩ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইবে।

টেণ্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ ইং ৬/৬/৭৩ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এবং উক্ত দিনেই টেণ্ডার খোলা ও ঠিকাদার নির্ব্বাচন করা হইবে।

Memo No. 475 (7) Inf/M/Advt. Dt. 28/5/73.

THE FOOD CORPORATION OF INDIA
TENDER NOTICE

No. F/10-73/126 (Storage)./F.C.I. dt. 18-5-73

On behalf of Food Corporation of India, District Managar, Murshidabad invites sealed tenders (in double sealed covers), in prescribed form, from experienced and bonafide transport and Labour Contractors for appointment as Contractors in Murshidabad District under Food Corporation of India for Station handling-cum-transport-cum-Godown/handling operations under the following Zones in Murshidabad district :—

1) Zone 'A'—Berhampore and Kandi Sub-Division.
2) Zone 'B'—Lalbagh Sub-Division.
3) Zone 'C'—Jangipur Sub-Division.

Detailed particulars regarding the said transport & Handling contractors may be obtained from District Manager, F.C.I, Murshidabad.

Tenderers are required to submit separate tenders for the operation under each of the above 3 Zones.

Tender documents including tender forms (non-transferable) can be had on application and on payment of the amount, as indicated below, in cash (non-refundable) per set (in duplicate) for the operation under each Zone and on production of a valid Income-tax Clearance Certificate, from District Manager, F. C. I., Murshidabad, P. O. Khagra, from 1. 6. 73 to 20. 6. 73 between 11 A. M. and 3 P. M. on weekdays and between 11 A M. and 1 P. M. on Saturdays.

	Cost of Tender Forms.	Earnest money	Security.
ZONE A.			
Station handling-cum-transport-cum-godown handling.	Rs. 15/-	Rs. 1,000/-	Rs. 5,000/-
ZONE B.			
Station handling-cum-transport-cum-godown handling.	Rs. 10/-	Rs. 1,000/-	Rs. 2,500/-
ZONE C.			
Station-handling-cum-transport-cum-godown handling.	Rs. 10/-	Rs. 1,000/-	Rs. 2,500/-

Each tender must be accompanied by Earnest Money as indicated above in the form of a bank draft or deposit-at-call receipt on the State Bank of India/ scheduled bank in favour of 'Food Corporation of India, Murshidabad'. Tenders received without Earnest Money shall be summarily rejected.

Tenderers, if selected, shall have to furnish security deposit as indicated above and to execute agreement in prescribed form.

Tenderers are required to furnish along with the tenders an up-to-date report from their Bankers regarding their financial position and the valid Income-tax Clearance Certificate.

Tender forms will not be supplied after 20. 6. 73,

Tenders must reach the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad, P.O. Khagrs before 1 P.M. on 22. 6. 73. Tenders will be opened at 3 P.M. the same day in the presence of the tenderers or their authorised representatives. If the date 22. 6. 73 is subsequently declared a closed holiday for F.C.I. the tenders will be received upto and opened on the working day, immediately following the said holiday.

The F.C.I. reserves the right to accept without assigning any reason/any tender and/or tenders for any one or more of the items as well as to reject any or all tenders without assigning any reason and to appoint more than one Contractor in each Zone.

Sd/- Illegible
District Manager
Food Corporation of India
Murshidabad, W. B.

18. 5. 73

গ্রাম্য দলাদলি নিয়ে দুই দলে সংঘর্ষ
একজন শিক্ষকসহ চারজন আহত

সাগরদীঘি, ২৬শে মে—গতকাল রাত্রে এই থানার দেবগ্রামে গ্রাম্য দলাদলিকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে তুলকালাম এক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। গত বৎসর দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে মুখার্জী এবং চ্যাটার্জী দলের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই বিরোধ পরবর্ত্তীকালে ঘটনা পরম্পরায় আক্রোশের রূপ নেয় এবং গত রাত্রে সেই আক্রোশ প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটায়। সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষই চেন, লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে। চেন এবং লাঠির আঘাতে মনোজ দত্ত নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকসহ চারজন আহত হন। থানায় ডায়রী করার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ব্যারেজ বিদ্যালয় খুলল

ফরাক্কা, ২৮শে মে—দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফরাক্কা ব্যারেজ বিদ্যালয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রচেষ্টায় এবং জেনারেল ম্যানেজারের লিখিত প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে খুলল। অভিভাবক শ্রীচন্দ্রপ্রসাদ মিশ্র বিদ্যালয় খোলার দাবীতে অনশন করবেন বলে যে নোটীশ দিয়েছিলেন, জেনারেল ম্যানেজার তাঁকেও অনুরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন। শোনা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের ব্যাপারে নাকি আগামী ৩১শে মে সুব্রত মুখার্জী এখানে আসছেন।

পঃ বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির থানা সম্মেলন

মির্জাপুর, ২৯শে মে—আজ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতির রঘুনাথগঞ্জ থানা সম্মেলন মুর্শিদাবাদ জেলা পঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতির সভাপতি ভক্তনারায়ণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষক তাঁদের ভাষণে পরস্পর পরস্পরের দোষারোপ করেন। শিক্ষক হাবিবুর রহমান (এম-এল-এ) বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদকের অগণতান্ত্রিক উপায়ে কমিটির কার্য্য পরিচালনা এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য নিয়োগ না করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এই সম্মেলনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে কিছু সদস্যসহ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। জেলা সভাপতি ভক্তনারায়ণ সরকার তাঁর বক্তব্যে হাবিবুর রহমানের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং পরে সমিতির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জগদীশচন্দ্র সিংহ, সভাপতি ও অরুণকুমার দাস, সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

অনশন ধর্ম্মঘট

ধুলিয়ান, ২৭শে মে—ওভারটাইম বন্ধ করে বেকার যুবকদের চাকরী দিতে হবে, তাঁতীদের প্রচুর পরিমাণে সুতার ব্যবস্থা করতে হবে, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গকারী বিড়ি মালিকদের শাস্তি দিতে হবে ইত্যাদি ৮ দফা দাবিতে সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেস তাঁদের প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন অনুযায়ী গত ২২শে মে বি, ডি, ও অফিসের সামনে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘট করেন।

আবগারী বিভাগীয় নোটীশ

মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নলিখিত দোকানগুলির বন্দোবস্ত দিবার জন্য আপাততঃ ১৯৭৩-৭৪ সালের বাকি সময়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। ভরতপুর থানার অধীন শিবপুর পচুই মদের দোকান।
২। ভরতপুর থানার অধীন ধোপাঘাট পচুই মদের দোকান।
৩। বরঞা থানার অধীন আনুথা পচুই মদের দোকান।
৪। জিয়াগঞ্জ থানার অধীন আজিমগঞ্জ (আসানপুর) গাঁজার দোকান।

বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নির্দ্দিষ্ট ফরমে আলাদা আলাদাভাবে ০·৭৫ পঁচাত্তর পয়সার কোর্টফি ষ্ট্যাম্প সহ সুপারিনটেনডেণ্ট অব একসাইজ অ্যাণ্ড সেক্রেটারী, একসাইজ লাইসেন্সসিং বোর্ড, মুর্শিদাবাদের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট ফরম জেলা আবগারী অফিসে পাওয়া যাইবে। নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত না করিলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। দরখাস্ত ইংরাজী ১৮-৬-৭৩ তারিখের মধ্যে জেলা আবগারী অফিসে পৌছান প্রয়োজন।

প্রার্থীগণের নিম্নলিখিত যোগত্যাবলী থাকা প্রয়োজন ঃ—

১। প্রার্থীগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা প্রয়োজন।
২। উপরোক্ত দোকানগুলির জন্য উক্ত স্থানগুলিতে জনসাধারণের আপত্তিহীন জায়গা প্রার্থীগণের থাকা প্রয়োজন।
৩। প্রার্থীগণ কেহ দোকান পাইলে উক্ত দোকানের জন্য "সিকিউরিটি" জিম্বার টাকা জমা দিতে হইবে।
৪। প্রার্থীগণকে ডাকা হইলে নিজ খরচায় বহরমপুরস্থ জেলা আবগারী অফিসে সাক্ষাতের জন্য আসিতে হইবে।
৫। প্রার্থীগণকে দরখাস্তে উল্লিখিত বয়ানগুলি সমস্ত আসল কাগজপত্র সঙ্গে আনিতে হইবে।
৬। কোন প্রার্থী কোন আবগারী আইন অথবা ফৌজদারী কার্য্যবিধির "না মঞ্জুরীয় জামিনের" (নন্ বেলেবল্) কোন ধারার অপরাধে কোন বিচারালয় কর্ত্তৃক দণ্ড পাইয়া থাকিলে বা সরকারের কোন বকেয়া থাকিলে বা যাহাদের চরিত্রাবলী সন্তোষজনক না হইলে বা যাঁহাদের সরকারী লাইসেন্সের কোন সর্ত্ত মারাত্মকভাবে ভঙ্গ করা থাকিলে যোগ্য প্রার্থী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

Memo No. 466 (5) Int/M/Advt. dt. 21-5-73

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে, দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

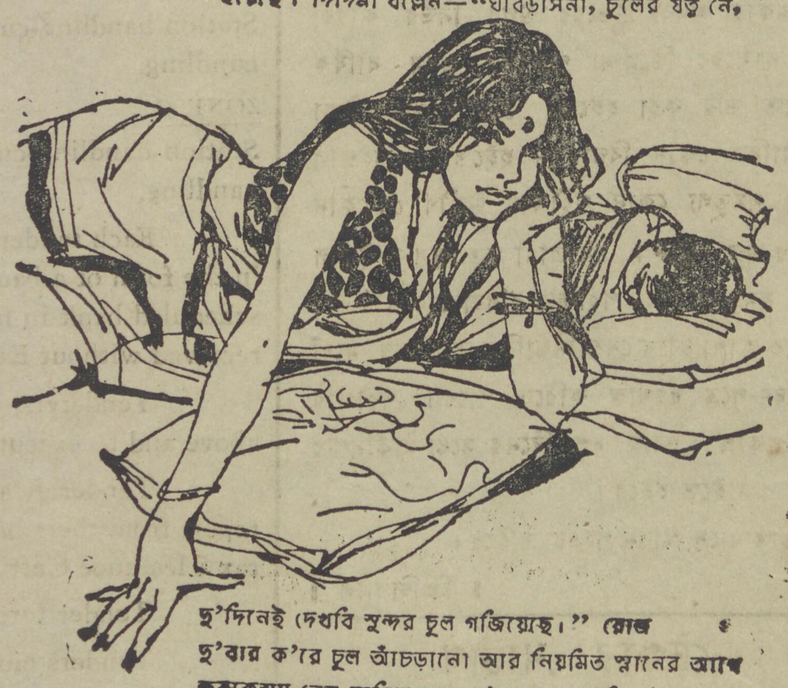

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত